প্রথম আলো

10 JUN 2016
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ২

শিশুদের জন্য আলাদা অধিদপ্তর কেন নয়?

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

১০ সংগঠনের মতবিনিময় সভা

মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি বলেছেন, মন্ত্রণালয়ের অধীনে শিশুদের জন্য আলাদা একটি অধিদপ্তর করার বিষয়টি অনেক দিন ধরেই ভাবা হচ্ছে। শিশুদের উন্নয়ন মানে দেশের উন্নয়ন নিশ্চিত করা। যুব, নারীদের জন্য আলাদা অধিদপ্তর থাকলে শিশুদের জন্য কেন নয়? শিশুদের জন্য আলাদা অধিদপ্তর চাওয়া কোনো অতিরিক্ত চাওয়া না।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে শিশুবিষয়ক আলাদা অধিদপ্তর গঠন বিষয়ে নাগরিক সমাজের সঙ্গে এক মতবিনিময় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী এ কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে শিশু-সংক্রান্ত কোনো ঘটনা ঘটলে কার কাছে যেতে হবে তা কেউ খুঁজে পায় না। অধিদপ্তর হলে যেসব মন্ত্রণালয় শিশুবিষয়ক কাজের জন্য বাজেট পাচ্ছে, তাদের সঙ্গেও সম্পর্ক জোরদার করা সম্ভব হবে। অধিদপ্তর গঠনের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও ইতিবাচক মনোভাব দেখিয়েছেন।

জনবলসহ বিভিন্ন বিষয়ে চিন্তাভাবনা চলছে।

মেহের আফরোজ বলেন, শিশু কোনো কারণে বিপদে পড়লে সরকার অবশ্যই পাশে থাকবে, তবে তার আগে শিশুর বিষয়ে অভিভাবকদের সচেতন হতে হবে। সন্তান জন্ম দিয়ে দায়িত্ব শেষ করলে হবে না।

আইন ও সালিশ কেন্দ্রসহ ১০টি আন্তর্জাতিক ও দেশীয় সংস্থার জোট চাইল্ড রাইটস অ্যাডভোকেসি কোয়ালিশন ইন বাংলাদেশ এ মতবিনিময় সভার আয়োজন করে। সভায় আলোচকেরা কেন আলাদা অধিদপ্তর দরকার, তার পক্ষে যুক্তি দেন। আলোচকেরা জানান, মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে শিশু একাডেমী শুধু শিশুর বিকাশ নিয়ে কাজ করছে। শিশুর সুরক্ষার বিষয়টি দেখার কেউ নেই। জেলা-উপজেলা পর্যায়ে শিশুবিষয়ক দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা না থাকায় শহরকেন্দ্রিক কিছু কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

সভায় উপস্থিত নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বাজেট বৃদ্ধির বিষয়টিতেও গুরুত্ব দেন।

সভায় সভাপতির বক্তব্যে মানবাধিকারকর্মী সুলতানা কামাল বলেন, দেশে মোট জনসংখ্যার ৪৫ শতাংশ শিশু। দেশে এখনো ৪৭ লাখ শিশু সুযোগের বাইরে রয়েছে। তারা শ্রমজীবী, পথে বা বাসাবাড়িতে থাকা শিশু। কেন তারা এ ধরনের পরিবেশে থাকতে বাধ্য হবে? আলাদা অধিদপ্তর হলে শিশুর সুরক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করা সহজ হবে।

সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব নাছিমা বেগম এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য কাজী রিয়াজুল হক।

সভায় মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রকল্প, বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, সেভ দ্য চিলড্রেন, জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরামসহ বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিরা আলোচনায় অংশ নেন।